শাইখ ওমর সুলেইমানের লেকচার সিরিজ

স্টোরি অব বিগিনিং

(আলমে আরওয়াহ থেকে দুনিয়া সফর)

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

শাইখ ওমর সুলেইমানের লেকচার সিরিজ

স্টোরি অব বিগিনিং

(আলমে আরওয়াহ থেকে দুনিয়া সফর)

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

প্রকাশনায়

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০
০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com

প্রথম প্রকাশ : ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

অনুবাদস্বত্ব : গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
শব্দ বিন্যাস : গার্ডিয়ান টিম
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস
১১৯, ফকিরাপুল, জবেদা ম্যানশন, মতিঝিল, ঢাকা।

হার্ডকভার মূল্য : ৩৫০
পেপারব্যাক মূল্য : ৩২০

ISBN- 978-984-8254-52-3

Story of Beginning by Shaikh Omar Suleiman Published by Guardian Publications, Price TK. 350 (HC)/TK. 320 (PB) Only.

প্রকাশকের কথা

> ‘নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে এবং দিবা-রাত্রির আবর্তনে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে– হে আমাদের প্রতিপালক! এ সবকিছু তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সব পবিত্রতা একমাত্র তোমারই। আমাদের তুমি দোজখের শাস্তি হতে বাঁচাও।’ সূরা আলে ইমরান ১৯০-৯১

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজকের দুনিয়ার মুসলমানরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টিতত্ত্ব ও নিদর্শন নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা থেকে অনেক দূরে। অথচ জীবনের লক্ষ্য-উদ্দ্যেশ্য ও গন্তব্য ঠিক করে নিতে এসব জ্ঞান মুমিন জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। জ্ঞানের অনেক শাখার ভিড়ে এসব জ্ঞানের চর্চা সময়ের অনিবার্য দাবি।

উত্তর আমেরিকার তরুণ স্কলার শাইখ ওমর সুলেইমান হারিয়ে যাওয়া এই আলোচনা নতুন করে মুসলিম মানসে ফিরিয়ে আনার একটা উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রখ্যাত স্কলার ইবনে কাসিরের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘বিদায়া ওয়ান নিহায়া’র ওপর ভিত্তি করে শাইখ ওমর সুলেইমান বাইয়্যিনা টিভিতে ৭০ পর্বের ধারাবাহিক বক্তব্যে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রাসঙ্গিক আলোচনা দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাধারণত এমন আলোচনা গুরুগম্ভীর ও নিরস হয়; কিন্তু এখানে প্রাণ আছে, গতি আছে, রহস্য আর গভীরতা আছে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এক নতুন আঙ্গিকে জ্ঞান জগতের অন্যতম একটা অংশকে আত্মস্থ করে ঋদ্ধ হবেন, ইনশাআল্লাহ।

এই বইটির পেছনের কারিগর ইবনে সিনা ট্রাস্ট-এর সিনিয়র এজিএম জনাব জাহিদুর রহমান। লেখকের অনুমতিসহ অনুবাদের কাজটা তিনিই শুরু করেছিলেন। আলী আহমাদ মাবরুর ভাই তাঁর স্বভাব-গুণে একটা প্রাণবন্ত অনুবাদ উপহার দিয়েছেন। গার্ডিয়ান এই বইটার সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা

মুখবন্ধ

মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিই এক একটি নতুন বিস্ময়। সৃষ্টিজগতের যেকোনো একটি অংশ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে এর পেছনের মহান কারিগরের সন্ধান পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কালামে পাকে অনেক জায়গায় তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানা এবং চিন্তা-গবেষণা করার তাগিদ দিয়েছেন। যেসব মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার প্রত্যাশায় তাঁর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে কাজ করছেন, তিনি তাদেরকে এক ধরনের বিশেষ মর্যাদাবান মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাসসির ইবনে কাসির (রহ.) তাঁর রচিত *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.)-এর এই গ্রন্থটি মোট ১০ খণ্ডে সমাপ্ত করেছেন। উত্তর আমেরিকার ইসলামিক স্কলার শাইখ ওমর সুলেইমান এই গ্রন্থ অবলম্বনে প্রায় দুবছরব্যাপী 'The Beginning and Ends' শিরোনামে আলোচনা উপস্থাপন করেন। সিরিজটি পাঠক-শ্রোতাদের মাঝে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।

আমি শাইখ ওমর সুলেইমানের বক্তব্য শুনি বহুদিন থেকে। বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় তাঁর তথ্যবহুল ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনা শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে তাঁর আরবি ও ইংরেজি বলার ধরন আমার কাছে মোহনীয় মনে হয়। 'The Beginning and Ends' শিরোনামে তাঁর লেকচার সিরিজটি যখন শুনছিলাম, তখনই মনে হয়েছে– জ্ঞানের মণিমুক্তা ছাড়ানো এ সিরিজটি যদি বাংলায় অনুবাদ করা যায়, তাহলে বাংলাভাষী পাঠকদের জ্ঞানের রাজ্যে একটি নতুন সংযোজন হবে।

পরবর্তীকালে ওমর সুলেইমানকে ই-মেইল করে সিরিজটি বাংলায় অনুবাদ করার অনুমতি চাই। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে অনুমতি প্রদান করেন, সেইসঙ্গে তাঁর বর্তমান কাজগুলোকে বাংলায় অনুবাদের বিষয়ে তাঁর সম্মতির কথা জানান।

পরবর্তীকালে প্রিয়মুখ আলী আহমাদ মাবরুর অত্যন্ত যত্নসহকারে পেরেশানি ও পেশাদারিত্বের সাথে অনুবাদের কাজটি সম্পন্ন করেছেন এবং গার্ডিয়ান পাবলিকেসন্স বইটি পাঠকদের কাছে তুলে দেওয়ার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন। এ জন্য তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আলী আহমেদ মাবরুরের অনুবাদ গতিময় ও সুখপাঠ্য। ইতোমধ্যে তাঁর অনূদিত বেশ কয়েকটি বই পাঠকমহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। আশা করি এই বইটিও পাঠকদের আশা ও তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটি পাঠকদের চিন্তা ও কর্ম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম অবদান রাখতে পেরেছে জানলে আমাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। হে আমাদের প্রতিপালক! এই বইটি তোমার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করো। (আমিন)

মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান
সিনিয়র এজিএম, ইবনে সিনা ট্রাস্ট

অনুবাদকের কথা

শাইখ ওমর সুলেইমান একজন তরুণ ইসলামিক স্কলার। জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করে স্থানীয়ভাবে বেশ ভালো পরিচিতি পেয়েছেন। তা ছাড়া ধর্মীয় বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা এবং জ্ঞানগর্ভ উপস্থাপনা বিশ্বজুড়ে তাকে প্রবল জনপ্রিয় করে তুলেছে। তিনি ইয়াক্বিন ইন্সটিটিউট ফর ইসলামিক রিসার্চের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। কর্মজীবনে তিনি সাউদার্ন মেথোডিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজের একজন অধ্যাপক।

২০১৫ সালে জনপ্রিয় অনলাইন ইসলামিক টিভি 'বাইয়্যেনাহ'র জন্য তিনি একটি লেকচার সিরিজ শুরু করেছিলেন। লেকচারটি ছিল ইবনে কাসিরের বিখ্যাত গ্রন্থ *আল বিদায়া আর নিহায়া* তথা দ্যা বিগিনিং অ্যান্ড দ্যা ইন্ড-এর ওপর। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই লেকচার সিরিজটি শুরু হয়ে ২০১৬ সালের মার্চ অবধি চলে। প্রায় এক বছর ধরে মোট ৭০টি পর্ব এই সিরিজে প্রচারিত হয়।

ইন্টারনেটের সুবাধে এই সিরিজটি দেখার সুযোগ পাই এবং গোটা আলোচনাটি অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল হওয়ায়, তা আমাদের ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় মানুষের সাম্প্রতিক চিন্তা-ভাবনা এবং ক্রমবর্ধমান জ্ঞানভিত্তিক আলোচনার চাহিদাকে সামনে রেখে জনাব জাহিদুর রহমানের তত্ত্বাবধানে আমরা এই সিরিজটিকে বাংলা ভাষায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

এই আলোচনায় বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সৃষ্টির ইতিহাসের ওপর। প্রাথমিকভাবে সৃষ্টির ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা যা জানি এবং এর বাইরে আরও যেসব বার্তা আছে, সেগুলোও ধারাবাহিকভাবে আলোচনায় নিয়ে আসা হয়েছে। বিশেষ করে হাশরের দিন, হাশরের দিন সম্পর্কিত বিজ্ঞান, জান্নাত, জাহান্নামের মতো বিষয়গুলো খুবই চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টির ইতিহাসের ওপর আলোচনার মধ্য দিয়েই এই সিরিজটি শুরু হয়েছে। কীভাবে মানুষ, এই বিশাল পৃথিবী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, ফেরেশতা, জিন, প্রাণিকুল সৃষ্টি হলো– সে প্রসঙ্গে শাইখ ওমর সুলেইমান অত্যন্ত প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি আলোচনা করেছেন রাসূল ﷺ-এর জীবনী, জীবনের নানা অধ্যায় নিয়ে। একই সঙ্গে, রাসূলের ﷺ ওফাতপরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; বিশেষত সেই শতাব্দীতে কী কী উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটল এবং ইসলামের ইতিহাস কীভাবে আবর্তিত হলো, সেই প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছেন। তার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে খুবই সাবলীল ভাষায় বর্তমান সময়টাকেও আলোচনার শেষদিকে ধারণ করেছেন এবং এভাবেই গোটা সিরিজের সমাপ্তি টেনেছেন।

একটি বিষয় বলা দরকার– অতীতে ইসলাম বিশারদগণ এই ধরনের মৌলিক ইস্যুগুলোতে আলোচনা করতে গেলে অহেতুক বিতর্ক পরিহার করার চেষ্টা করতেন। পাশাপাশি কুরআনে উপস্থাপিত এই সব জরুরি বিষয়াবলি থেকে আমরা কতটা কল্যাণ, উপকার নিশ্চিত করতে পারি– সেদিকেই তারা বেশি মনোযোগ দিতেন। শাইখ ওমর সুলেইমানও একই নীতি অনুসরণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে লেকচার সিরিজ শুরু করার আগে সূচনা বক্তব্যে ওমর সুলেইমান বলেন–

> ‘অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বসূরি ইসলামিক স্কলাররা আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়, এমন বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাইলে কিছুটা সীমাবদ্ধতা বজায় রাখতেন। উদাহরণস্বরূপ, যখনই তারা আদম (আ.), লাওহে মাহফুজ বা এই ধরনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতেন, প্রথমেই উপকৃত হওয়ার সুযোগগুলোর দিকে মনোনিবেশ করতেন। তারপর মহাজাগতিক কোনো কিছু কিংবা ভিনগ্রহের প্রাণী সম্পর্কে হালকা একটু মন্তব্য করলেও বিস্তারিতভাবে কিছু বলতেন না। তারা বলার চেষ্টা করতেন– আমাদের কী করা উচিত। দৃষ্টিভঙ্গি এমন ছিল, আদৌ কোথাও যদি কোনো প্রাণী থেকে থাকে আর তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ না থাকে, তাহলে সেই বিষয় নিয়ে কথা বলে লাভ কী? এই যৌক্তিক ও সুনির্দিষ্ট আলোচনাটা ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের সুন্দর মানসিকতার একটি অনুপম নিদর্শন।’

এই লেকচার সিরিজেও ঠিক একই রকম চেতনা নিয়ে ওমর সুলেইমান আমাদের করণীয় ও দায়িত্ব নিয়েই বেশি আলোচনা করেছেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআন এবং তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-এর জীবন, কর্ম ও বচনের মাধ্যমে আমাদের যে জ্ঞান দিয়েছেন এবং এর পরবর্তী যুগে বিভিন্ন সময়ে বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিগণের কীর্তির মাধ্যমে যা জানতে পেরেছি, ওমর সুলেইমান সেগুলো ধারাবাহিকভাবে এই নাতিদীর্ঘ আলোচনায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

আশা করছি, বাংলা ভাষায় এই আলোচনাকে নিয়ে আসার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ সবাই ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করবেন। পাঠকরা এই আলোচনা থেকে নিজেদের মান উন্নয়নের জন্য যদি কোনো খোরাক খুঁজে পান, তা-ই হবে আমাদের সার্থকতা।

আলী আহমাদ মাবরুর
উত্তরা, ঢাকা

সূচিপত্র

সৃষ্টির ইতিহাস ১৩

সৃষ্টির শুরু ১৩

সীমাবদ্ধতা ১৭

সংশয়পূর্ণ ঈমান ২২

স্রষ্টা/সৃষ্টিকর্তা ২৮

আরশ ৩১

আরশের মালিক ৩৬

সম্মানজনকভাবে নাম উচ্চারণ ৩৮

আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠা ৪১

কলম ও ট্যাবলেট ৪৩

আল্লাহর ইচ্ছা ৪৬

ভাগ্য ৪৯

একজন সন্তুষ্ট ঈমানদার ৪৯

ভাগ্য পরিবর্তন ৫৩

অন্যায় বা অনাচারের সৃষ্টি ৫৭

লেখনী অনেক বড়ো একটি নিয়ামত ৬১

আল্লাহর সৃষ্টি ৬৫

৬দিন, ৭টি আকাশ, ৭টি পৃথিবী ৬৫

আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া নিয়ামত ৬৮

চিন্তাশীল সৃষ্টি ৭২

তাদের ইবাদতগুলো আমরা বুঝতে পারি না ৭৫

সূর্য, চন্দ্র ও তারা ৭৯

পৃথিবীর বুকে জান্নাতের নদী ৮১

ফেরেশতা সমাচার ৮৪

ফেরেশতা ৮৪

ফেরেশতাদের নাম ও পদবী ৮৮

ভীতিকর চেহারার ফেরেশতাগণ ৯৩

তারা আপনার সাথে করমর্দন করবে ৯৯
আপনার ব্যাপারে ফেরেশতাগণ অবহিত করবেন ১০২
৭০ হাজার ফেরেশতা ঘেরাও করে নিয়ে যাবে ১০৫
অভিভাবক ফেরেশতাগণ ১০৯
ফেরেশতাদের কষ্ট ১১০
আপনার জন্য জান্নাত অপেক্ষমাণ ১১৪

জিন সমাচার ১১৭
জিন ও শয়তান ১১৭
জিনদের সাথে মিথস্ক্রিয়া ১২২
জিনদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া ১২৫
যেসব জিন আপনার ভাই ১২৯
জিন নবি ১৩৩
জিন ও ফেরেশতাদের মধ্যকার যুদ্ধ ১৩৫

পৃথিবীর উত্তরাধিকার ১৩৮
ডাইনোসর ও রোচেস ১৩৮
পৃথিবীর উত্তরাধিকারী ১৪২
হজরত আদমের সৃষ্টি ১৪৬
হজরত আদম (আ.)-এর শ্বাসপ্রশ্বাস ১৪৯
ফেরেশতাদের সিজদা ১৫১
আদম (আ.) তাঁর সন্তানদের সাথে সাক্ষাৎ ১৫৪
আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেছিলেন ১৫৭
যেখানে রুহগুলো একত্রিত হয় ১৬০
হজরত আদম (আ.)-এর জ্ঞান ১৬২
কুরআন কি সব সৃষ্টির আগেই লিখিত ১৬৫

শয়তান সমাচার ১৬৮
শয়তানের অহংকার ১৬৮
শয়তানের সব যুক্তি ১৭২
সিজদার যত উপকারিতা ১৭৫
শয়তান কি অবিশ্বাসী ১৭৯

শয়তানের দুআ ১৮১
আল্লাহ এখনও ক্ষমা করেন ১৮৪
আপনি আমার সাথে এমনটা করেছেন ১৮৮
অল্প কয়েকজনের মধ্যে শামিল করুন ১৯০
শয়তানের আত্মপ্রবঞ্চনা ও মানসিক সংকট ১৯২
অপচয় কাম্য নয় ১৯৫
আপনার নিশ্চিত শত্রু ১৯৮
শয়তানের চেয়েও শক্তিশালী ২০১
বেপরোয়া সব পদক্ষেপ ২০৪
নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করা ২০৭
শয়তানকে নিরস্ত্র করা ২০৯

আদম (আ.)-এর পরিণতি ২১২
জান্নাত থেকে নিষিদ্ধ হওয়া ২১২
বেহেশতেই হলো বিয়ে ২১৫
নারী আর পাঁজড়ের হাড় ২১৭
দ্বৈত অবস্থান ২২১
প্রথম মিথ্যাচারের ইতিহাস ২২৪
আল্লাহ থেকে পালিয়ে বেড়ানো ২২৬
দ্বায় স্বীকার করে নেওয়া ২২৯
পাপকে পরাভূত করা ২৩৩
হজরত মুসা (আ.) এবং হজরত আদম (আ.) ২৩৫
পৃথিবী একটি বড়ো নিয়ামত ২৩৮